99507 - বীর্য, কামরস ও সাদা স্রাব এর মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

আমি জানি না নারীদের থেকে নির্গত তরলকে কখন বীর্য ধরা হয়; যার ফলে গোসল ফরয হয়। আর কখন সেটাকে সাধারণ স্রাব ধরা; যার ফলে ওজু ফরয হয়। আমি একাধিকবার বিষয়টি জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ আমাকে যথাযথ জবাব দেয়নি। তাই আমি নির্গত সকল তরলকে সাধারণ স্রাব ধরি; যা বের হলে গোসল ফরয হয় না। আমি শুধু সঙ্গম করা ছাড়া গোসল করি না। আশা করব, আপনার এ দুটোর মধ্যকার পার্থক্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নারীর জরায়ু থেকে নির্গত তরল হতে পারে বীর্য, হতে পারে মযী বা কামরস, হতে পারে সাধারণ স্রাব। এ তিনটির প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র বিধিবিধান।

বীর্য এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১। হলুদ রঙের পাতলা। এ বৈশিষ্ট্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে- "নিশ্চয় পুরুষের পানি ঘন সাদা। আর মহিলার পানি পাতলা ও হলুদ রঙের।"[সহিহ মুসলিম (৩১১)]

২। বীর্যের গন্ধ গাছের মঞ্জরির মত। আর মঞ্জরির গন্ধ ময়দার খামিরের কাছাকাছি।

৩। সুখানুভূতির সাথে বের হওয়া এবং বের হওয়ার পর যৌন নিস্তেজতা আসা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। বরং একটি পাওয়া গেলেই সে তরলকে বীর্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। ইমাম নববী তাঁর 'আল-মাজমু' নামক গ্রন্থে (২/১৪১) এ কথা বলেছেন।

কামরস:

সাদা স্বচ্ছ পিচ্ছিল পানি। যৌন উত্তেজনার সময় এটি বের হয়; যৌন চিন্তার ফলে কিংবা অন্য কোন কারণে। এটি বের হওয়ার সময় সুখানুভূতি হয় না এবং এটি বের হওয়ার পর যৌন নিস্তেজতা আসে না।

সাদা স্রাব:

গর্ভাশয় থকেে নর্িগত পদার্থ, যা স্বচ্ছ। হতে পারে এটি বরে হওয়ার সময় নারী টরেও পায় না। এক মহলিা থকেে অপর মহলিার ক্ষত্রেে এটি বরে হওয়ার পরমিাণ কম-বশেি হতে পারে।

পক্ষান্তরে, এ তনিটি তরল (বীর্য, কামরস ও স্রাব) এর মাঝে হুকুমগত দকি থকেে পার্থক্য হচ্ছে-

বীর্য পবত্রি। বীর্য কাপড়ে লাগলে সে কাপড় ধোয়া ফরয নয়। তবে, বীর্য বরে হলে গোসল ফরয হয়; সটো ঘুমরে মধ্যে বরে হোক কংিবা জাগ্রত অবস্থায়; সহবাসরে কারণে বরে হোক কংিবা স্বপ্নদোষরে কারণে কংিবা অন্য যে কোন কারণে।

আর কামরস বা মযী নাপাক। এটি শরীরে লাগলে ধুয়ে ফলো ফরয। কাপড়ে লাগলে কাপড় পবত্রি করার জন্য পানি ছটিয়িে দয়ো যথষ্টে। কামরস বরে হলে ওজু ভঙ্গে যাবে। কামরস বরে হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয় না।

পক্ষান্তরে, স্রাব পবত্রি। এটি ধৌত করা কংিবা কাপড়ে লাগলে সে কাপড় ধৌত করা আবশ্যক নয়। তবে, এটি ওজু ভঙ্গকারী। তবে এটা যদি চলমানভাবে বরে হতে থাকে তাহলে সে মহলিা প্রত্যকে নামাযরে জন্য ওয়াক্ত হওয়ার পর নতুন করে ওজু করবে। ওজু করার পর স্রাব বরে হলওে কোন অসুবধিা নইে।

আর জানতে দখেুন: 50404 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।